

করে। 'ভেঙ্গি'-র বিরুদ্ধে, জমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, জমিদারদের অত্যাচার-সন্ত্রাস এর বিরুদ্ধে তারা তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। আশপাশের তিনটি ছেলার ৩০০-৪০০ গ্রামের কৃষকরাও এই বিক্ষোভ আন্দোলনে যোগ দেয়। অনেক জমিদার এবং সরকারী আধিকারিক কৃষক বিদ্রোহের ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করে। কৃষকদের হাতে অস্ত্র হিসেবে ছিল লাঠি আর পাথর। ১৯৪৬-এর অক্টোবর মাসে নিজাম সরকার অন্ধ্র মহাসভাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মার্শাল ল' জারি হয়। সৈন্য নামানো হয়। সরকারের সঙ্গে কৃষকদের সংঘর্ষ রক্তক্ষয়ী হয়ে ওঠে। এত অত্যাচারের মধ্যেও তেলেঙ্গানার কৃষকদের আন্দোলন সাফল্য পেতে থাকে।

১৯৪৭-এর আগস্টে ভারত স্বাধীন হলেও হায়দ্রাবাদ নিজাম-শাসিত রাজ্য হিসেবেই থেকে যায়। এই সময় রাজাকারদের পাঠানো হয় কৃষক বিদ্রোহ দমন করতে। তেলেঙ্গানা অঞ্চলে নিজাম প্রশাসন সীমাহীন অত্যাচার শুরু করে (ধানগারে, ১৯৮৩)। কমুনিষ্ট প্রভাবিত অন্ধ্রমহাসভা এই সময় তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলিতে 'গ্রাম-রাজ্যম' নামে সমান্তরাল সরকার গঠন করে। প্রায় চার হাজার গ্রামে সমান্তরাল সরকার গঠিত হয়। 'গ্রাম-রাজ্যম' ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের মধ্যে চাষের জমি বিলি শুরু করে। জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া চাষিরা জমি ফিরে পায়। এইসব কর্মসূচি এই আন্দোলনকে আশপাশের অঞ্চলের কৃষকদের কাছে আরও জনপ্রিয় করে তোলে।

১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তেলেঙ্গানা অঞ্চলকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী হায়দ্রাবাদ রাজ্যে প্রবেশ করে। এক সপ্তাহের মধ্যেই নিজাম তার রাজাকার বাহিনী ও পুলিশবাহিনী সহ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহী কৃষক ও গেরিলা বাহিনীকেও দমন করতে পদক্ষেপ করে। পরের তিন বছরের মধ্যে হাজার হাজার বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হয় (ধানাগারে, ১৯৮৩)। পাশাপাশি, কৃষকসমাজের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে সদ্য স্বাধীন ভারত সরকার ১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে 'জায়গীর অ্যাবোলিশন রেগুলেশন' চালু করে। সার্বিক ভূমিসংস্কারের সুপারিশ করার জন্য একটি কমিশনও গঠন করা হয়। ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সংগঠকরা এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে।

যদিও তেলেঙ্গানা আন্দোলনের যথার্থ মূল্য ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট বিতর্ক আছে, তবে সদ্য স্বাধীন একটি দেশে কৃষি ও কৃষক স্বার্থের প্রশ্নটিকে সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের ভূমিকা সকলেই স্বীকার করেন।